ধারাবাহিক রচনা

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের ইতিবৃত্ত

স্বামী চেতনানন্দ

জন্মোৎসব—১৮৯৫

বিভিন্ন ব্যক্তির বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি ঠাকুরের জন্মোৎসবে দক্ষিণেশ্বরে কী হত। ঠাকুরের ঘর ফুল দিয়ে সাজানো হত; তাঁর খাট-বিছানার উপর ছবি ছিল। ভক্তেরা ও দর্শকরা মন্দিরাদি প্রণাম করে ঠাকুরের ঘরে এসে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় বসে ভক্তেরা ঠাকুরের স্মৃতিচারণ করতেন। অনেক কীর্তনের দল নাটমন্দিরে, বিষ্ণুমন্দিরে, পঞ্চবটীতে এবং বিভিন্ন বারান্দায় কীর্তন গেয়ে সবাইকে আনন্দ দিতেন। কেউ কেউ মন্দিরোদ্যানের বিভিন্নস্থানে এবং গঙ্গার কিনারায় বা পঞ্চবটীতে বসে ধ্যানজপ করতেন। কুঠিবাড়ির পশ্চিম দিকে আমতলার নিচে উনুন করে ভোগ রান্না হত এবং সব খাবার কুঠির ভিতরে দু-তিনটি ঘরে রাখা হত। তারপর শালপাতায় প্রসাদ বিতরণ হত। কেবল ভজন ও ভোজন হত। স্বামীজী চাইলেন পেটের খাবারের সঙ্গে মস্তিষ্কেরও খাবার দিতে। তিনি নিজে ঠাকুরের একটি ছোট জীবনী ইংরেজিতে লিখে পাঠাতে রাজি হলেন এবং ওইদিন ঠাকুরের জীবন ও বাণী গুরুভাইদের জনসমক্ষে প্রচার করতে বললেন। তাঁর অভিপ্রায় ছিল জনগণের স্বেচ্ছাকৃত দানের দ্বারা যাতে ঠাকুরের একটি স্থায়ী কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বরানগর ও আলমবাজার মঠ ভাড়াবাড়িতে ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্ঘের বীজ বপন করেন; স্বামীজী ওই বীজকে বৃক্ষে পরিণত করেন; ঠাকুরের শিষ্যেরা ওই বৃক্ষকে ফুল ও ফলে শোভিত করেন; পরবর্তী কালের রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা ওই বৃক্ষের বহু শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে চলেছেন আর শ্রীমা সারদা দেবী ওই বৃক্ষের মূলে রসসিঞ্চন দ্বারা সদা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে রেখেছেন। আমরা দেখি স্বামীজী সুদূর আমেরিকা থেকে গুরুভাইদের চিঠি দিয়ে অনুপ্রাণিত করছেন ও তাঁদের কর্মপন্থা ঠিক করে দিচ্ছেন। ১৮৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি ঠাকুরের উৎসব কীভাবে পালিত হবে, কীভাবে নিমন্ত্রণের চিঠি দিতে হবে—সেসব লিখে পাঠান :

''এবারকার মহোৎসবে খুব ধুম মাতাইবে। খাওয়া দাওয়া অতি সাধারণ—মহাপ্রসাদ, সরাভোগ, দাঁড়াপ্রসাদ ইতি। পরমহংসদেবের জীবন-চরিত-পাঠ। বেদ বেদান্ত পুঁথি একত্র করে আরতি করবে, এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পেলা আদায় করিবে। পুরানো ডৌলে নিমন্ত্রণ ত্যাগ করিবে। 'আমন্ত্রয়ে ভবন্তং সাশীর্বাদং ভগবতো রামকৃষ্ণস্য বহুমানপুরঃসরঞ্চ'

ইত্যাকার একটা লাইন লিখে তারপর লিখবে যে, ঠাকুরের জন্মতিথি-মহোৎসব এবং মঠ চালাইবার খরচের জন্য আপনার সহায়তা প্রয়োজন। যদি আপনার অভিমত হয় তো অমুক স্থানে অমুকের নিকট টাকা পাঠাইবেন—ইত্যাদি। যদি মনে কর যে, আমার নামে সই করলে লোকে টাকা দেবে তো সই করে দিও অর্থাৎ ছাপিয়ে দিও। যদি না হয় তো যেমন ordinarily (সাধারণতঃ) 'রামকৃষ্ণসেবকাঃ সন্ন্যাসিনঃ' অথবা ঐ প্রকার কোন রকম। আর এক পাতা ইংরেজীতে লিখিবে। 'লর্ড (প্রভু) রামকৃষ্ণ' শব্দের কোন অর্থ নাই; উক্ত নাম ত্যাগ করিবে, ইংরেজী অক্ষরে 'ভগবান্' লিখিবে। তারপর এক আধ লাইন ইংরেজী লিখিয়া দিবে।

''The Anniversary of Bhagaban Sri Ramakrishna
Sir,
We have great pleasure in inviting you to join us in celebrating the–anniversary of Bhagaban Ramakrishna Paramahamsa. For the celebration of this great occasion and for the maintenance of the Alambazar Math, funds are absolutely necessary. If you think that the cause is worthy of your sympathy, we shall be very grateful to receive your contribution to the great work.
(Place) Yours obediently
(Date) (Name)*

''যদি যথেষ্ট অর্থসংগ্রহ হয়, কিয়দংশ খরচ করে বাকি একটা ফাণ্ড করে রাখবে এবং তোমাদের খরচ তা হতে চালাবে।

''ভোগের নাম করে সকলকে পিত্তি পড়িয়ে বাসি কড়কড়ে ভাত খাওয়াবে না। দুটো ফিলটার তৈয়ার করবে। সেই জলে রান্না ও খাওয়া দুই-ই। ফিলটার করবার পূর্বে জল ফুটিয়ে নেবে, তা হলে ম্যালেরিয়ার বাপ পলায়ন।''[৩৮]

১১ এপ্রিল ১৮৯৫ স্বামীজী আমেরিকা থেকে রামকৃষ্ণানন্দকে লিখলেন :

''মহোৎসব খুব ধুমধামের সহিত হয়ে গেছে, ভাল কথা। আসছে বারে এক লাখ লোক যাতে হয়, তারই চেষ্টা করতে হবে বৈকি।... তোমরা মহোৎসবে তো লুচিসন্দেশ বাঁটলে, আর কতকগুলো নিষ্কর্মার দল গান করলে,... তোমরা কি spiritual food (আধ্যাত্মিক খোরাক) দিলে, তা তো শুনলাম না? তোদের যে পুরান ভাব nil admirari—কেউ কিছুই জানে না ভাব—যতদিন না দূর হবে, ততদিন তোরা কিছুই করতে পারবিনি, ততদিন তোদের সাহস হবে না।''[৩৯]

এবারের মহোৎসবে শাঁকচুন্নী (অক্ষয় সেন)

---

* ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব

মহাশয়,

আমরা আপনাকে ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের —তম জন্মোৎসবে আমাদের সহিত যোগদানের জন্য সানন্দে আমন্ত্রণ করিতেছি। এই পুণ্য দিনের অনুষ্ঠানের জন্য এবং আলমবাজারের মঠ পরিচালনার জন্য অর্থের একান্ত আবশ্যক। আপনি যদি মনে করেন যে, এই উদ্দেশ্যটি আপনার সহানুভূতির যোগ্য, তবে এই মহৎ কার্যে আপনার সাহায্য পাইলে আমরা বিশেষ কৃতার্থ হইব।

(স্থান) ভবদীয় বিনয়াবনত
(তারিখ) (নাম)

সুর করে পুঁথি পাঠ করে সকলকে আনন্দ দেন। শ্রোতাদের অন্যতম স্বামী অদ্ভুতানন্দ পুঁথি-রচয়িতাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, ''অক্ষয়বাবু! এমন সুন্দর করে তাঁর কথা লিখেছেন যে, মেইয়া লোকেরাও তাঁকে বুঝতে পারবে।"[৪০]

স্বামীজী আমেরিকা থেকে রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন : ''শাঁকচুন্নীর বই এইমাত্র পড়লাম। তার কণ্ঠে তিনি আবির্ভাব হচ্ছেন। ধন্য শাঁকচুন্নী! শাঁকচুন্নী ঐ পুঁথি সকলকে শোনাক। মহোৎসবে শাঁকচুন্নীর পুঁথি সকলের সামনে যেন পড়ে। পুঁথি অতি বড় যদি হয় তো চুম্বক চুম্বক করে যেন পড়ে। শাঁকচুন্নী একটাও আবোল-তাবোল তো লিখে নাই। আমি তার পুঁথি পড়ে যে কি আনন্দ পেয়েছি, তা আর কি বলব! শাঁকচুন্নীর পুঁথি যাতে খুব বিক্রি হয়, সকলে পড়ে (মিলে) চেষ্টা করবে। তারপর শাঁকচুন্নীকে গাঁয়ে গাঁয়ে প্রচার করতে যেতে বলো। বাহবা, সাবাস্, শাঁকচুন্নী! সে তাঁর কাজ করছে। গাঁয়ে গাঁয়ে যাক, লোককে তাঁর কথা শোনাক—এর চেয়ে তার আর কি ভাগ্য হবে?... শশী, শাঁকচুন্নীর পুঁথি and শাঁকচুন্নী himself (নিজে) must electrify the masses (জনসাধারণে শক্তিসঞ্চার করবে)। আরে মোর শাঁকচুন্নী, তোকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি ভাই! প্রভু তোর কণ্ঠে বসুন, দ্বারে দ্বারে তাঁর নাম শুনাও।"[৪১]

স্বামীজী কখনও কখনও কঠিন ভাষায় গুরুভাইদের গাল দিতেন, কিন্তু তাঁরা জানতেন এ তাঁর আশীর্বাদ। ''ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ।" রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে বিরাট আকারে গতিশীল করবার জন্য তিনি গুরুভাইদের উপর চাপ দিতেন; আবার সবার কাছে তাঁদের গুণগান গাইতেন। ৯ আগস্ট ১৮৯৫ স্টার্ডিকে লেখেন, ''দশবছর তাঁর জন্মতিথি উৎসবে আমি একশো লোককে জোটাতে পারিনি, গত বছর সেখানে এসেছিল পঞ্চাশ হাজার।"[৪২]

জন্মোৎসব—১৮৯৬

১৮৯৬ সালে জন্মতিথি পালিত হয় শনিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারি; এবং সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় রবিবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি। ওইদিনই স্বামীজী নিউইয়র্কের Madison Square Garden Concert Hall-এ নিজ গুরুর উপর 'My Master' (মদীয় আচার্যদেব) নামে বক্তৃতা দেন। এটিই আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের উপর স্বামীজীর একমাত্র বক্তৃতা। এই বক্তৃতার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা স্বামী নির্বাণানন্দের কাছে আমরা শুনেছি। তিনি বলেছিলেন, নিউইয়র্কে 'My Master' বক্তৃতা দিতে স্বামীজী মঞ্চের উপর দাঁড়ালেন। তারপর শ্রোতাদের দেখে তাঁর মনে পরিবর্তন এল। তিনি ভাবলেন যে সম্পূর্ণ কামকাঞ্চনত্যাগী ঠাকুরের জীবন এই কামকাঞ্চনাসক্ত শ্রোতারা বুঝতে পারবে না। সুতরাং ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। ঠিক সেই সময় ঠাকুর স্বামীজীকে দর্শন দিয়ে বললেন, ''আমার সম্বন্ধে এদের বল। এদের মঙ্গল হবে।"[৪৩]

যাহোক, বক্তৃতার শেষের দিকে স্বামীজী পাশ্চাত্যের ভোগবাদের প্রতি তীক্ষ্ণভাষায় সমালোচনা করেন। ফলে কিছু লোক হল ছেড়ে চলে যায়। পরদিন সংবাদপত্রে দারুণ সমালোচনা বের হয়। তা পড়ে স্বামীজী কেঁদে ফেলে নিজের ত্রুটি স্বীকার করে বলেন, ''আমার গুরু কখনও অপরের দোষ দেখতেন না। এমনকি ভয়ংকর দুশ্চরিত্র ব্যক্তির প্রতিও ছিল তাঁর গভীর ভালবাসা। আমার গুরুর সম্বন্ধে বক্তৃতাকালে অপরদের গালমন্দ করা ও তাদের মনে আঘাত দেওয়া আমার পক্ষে এটা দারুণ গর্হিত কর্ম হয়েছে। সত্যি বলতে কি আমি শ্রীরামকৃষ্ণকে মোটেই বুঝিনি;

তাঁর সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।"[৪৪]

স্বামীজীর এই উক্তির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সত্যনিষ্ঠা, বিনয় ও নিরভিমানিতা। তাঁর দেহমন রামকৃষ্ণময় হয়ে গিয়েছিল। কথায় বলে, শাসন করা তারই শোভা পায় যে ভালবাসে। পরবর্তী কালে সানফ্রান্সিস্কোতে স্বামীজী আমেরিকানদের উদ্দেশে বলেছিলেন, ''You may not like what I am saying. You may curse me today, but tomorrow you will bless me."—''আমি যা বলছি তা হয়তো তোমাদের পছন্দ নয়। আজ হয়তো তোমরা আমাকে অভিশাপ দেবে, কিন্তু কাল তোমরাই আশীর্বাদ করবে।"[৪৫]

স্বামীজী ২৯ জানুয়ারি ১৮৯৪ শিকাগো থেকে হরিদাস বিহারীদাসকে লেখেন, ''যদি আমি সংসার ত্যাগ না করিতাম, তবে আমার মহান গুরু পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বিরাট সত্য প্রচার করিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হইতে পারিত না।"[৪৬] স্বামীজী বক্তৃতা ও চিঠির মাধ্যমে এবং গুরুভাইয়েরা উৎসবাদির দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের নাম প্রচার করতে সচেষ্ট হলেন। ৩০ নভেম্বর ১৮৯৪ স্বামীজী মাদ্রাজি শিষ্য কিডিকে লিখলেন, ''রামকৃষ্ণকে প্রচার কর। যে পানীয় পান করে তোমার তৃষ্ণা মিটেছে তা অপরকে পান করতে দাও।"[৪৭]

ঠাকুরের জন্মমহোৎসব সম্বন্ধে স্বামীজীর ধ্যানধারণা ছিল অনেক উঁচু মাত্রার, তাঁর প্রত্যাশা ছিল সুদূরপ্রসারী। তাঁর মনোভাব কিছুটা পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর গুরুভাইদের লেখা একটি চিঠির মধ্যে : ''Not only this মহোৎসব will be his memorial, but the central union of an intense propaganda of his doctrines." অর্থাৎ এই মহোৎসব শ্রীরামকৃষ্ণের শুধুমাত্র একটি স্মারক হবে না, এই মহোৎসব হবে একটি কেন্দ্রীয় প্রচারকেন্দ্র, যার মাধ্যমে তাঁর চিরকল্যাণকামী ধর্মমতসমূহ বহুল প্রচারিত হতে পারে। উপরন্তু স্বামীজী চেয়েছিলেন মহোৎসব সংগঠনের দ্বারা গণমানসে তাঁর ভবিষ্য-পরিকল্পনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে। তিনি তাঁর মহোদ্যমী গুরুভাই স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে লিখেছিলেন, ''মোচ্ছব (মহোৎসব) এমন মাচাবি যে, দুনিয়াময় তার আওয়াজ যায়।... লেগে যা, যত পারিস। পরে আমি ইণ্ডিয়ায় এসে তোলপাড় করে তুলব।"[৪৮]

১৮৯৬ সালে ঠাকুরের জন্মোৎসব প্রসঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর স্মৃতিকথায় একটি বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন। তাঁর এই প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় আমরা ১২৫ বছরের পূর্বেকার বহু খুঁটিনাটি ঘটনা জানতে পারি।

''সেবারের মহোৎসবে কি রকমের প্রসাদ হইবে, তাহার আলোচনা আরম্ভ হইল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও যোগানন্দ সে সময়ে বলরাম বাবুর বাড়িতে ছিলেন। সেখানে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোৎসবের প্রধান উদ্যোগীরা এই প্রস্তাব করেন যে দরিদ্রনারায়ণগণের জন্য কলাইয়ের ডালের ঢালা খিচুড়ি এবং সমাগত ভদ্রলোকদের জন্য পাঁচ মণ সোনামুগের ডাল ও বাঁকতুলসী চালের ভুনীখিচুড়ি হইবে। ইহা শুনিয়া মঠের আমরা সকলেই ঐ ব্যবস্থা রদ করিতে উদ্যত হইলাম। ঠাকুরের প্রসাদে সকলেই সমান অধিকারী। ঠাকুরের দরবারে ছোট বড় ইতর-ভদ্রের ভেদাভেদ নাই। তাই এই ব্যবস্থা পরিবর্তন করিবার জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট গেলাম। আমরা ছিলাম গণতান্ত্রিক। কোনরূপ সামাজিক বৈষম্য আমাদের সহ্য হইত না।

''বলরাম বাবুর বাড়ীতে গিয়া আমি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বলিলাম, রাজা, তুমি নাকি প্রসাদের দু-রকম ব্যবস্থার অনুমোদন করেছ?

''তিনি বলিলেন, কাল গৃহী ভক্তরা এখানে ঐরকম বলাবলি করছিলেন। কিন্তু আমি 'হাঁ-না'র মধ্যে ছিলাম না। তোমাদের প্রস্তাবমত সকলের জন্যই ভুনীখিচুড়ির ব্যবস্থাই হবে।

''এই বৎসর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের উৎসবে, আর একটা বড় মজার ব্যাপার ঘটিয়াছিল। কলিকাতা সহরের অনেকেই প্রতি বৎসর মহোৎসবের দিন দক্ষিণেশ্বরে যান। সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে দলবদ্ধ হইয়া ঠাকুরের উৎসবে আসিতে দেখিয়া সাধারণে বলিতে লাগিল যে এ মহোৎসবও আর একটি 'দ্বাদশ গোপাল' হইয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া স্বামী ত্রিগুণাতীত কয়েক জন ভক্ত ছেলেদের সাহায্যে ইহা নিবারণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

''মেসার্স হোর্ মিলার্ কোম্পানীর কয়েকখানি স্টীমার বেলা আটটা হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত হাটখোলা ঘাট হইতে যাত্রিগণকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিত। গৃহী ভক্ত রামদয়াল চক্রবর্তী ঐ কোম্পানীর এক জন ঠিকাদার ছিলেন। উহার তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার উপর থাকিত।

''ত্রিগুণাতীত তাঁহাকে বলিয়া দিল যে স্ত্রীলোকদিগকে যেন টিকিট দেওয়া না হয়। পরে চিৎপুর রোডের জোড়াসাঁকো পর্য্যন্ত, কিছুদূর অন্তর অন্তর রাস্তার এপার ওপার, লাল সালুর উপর সাদা কাপড়ে বড় বড় অক্ষরে, 'দক্ষিণেশ্বরের মহোৎসবে স্ত্রীলোকমাত্রেই কেহ যাইবে না' এইরূপ তৈয়ার করাইয়া—বড়দিনে যেমন বড় বড় গাঁদার মালায় কমলা নেবু, লুচি, জিলাপী প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য ও শাকসব্জীর সহিত মুড়ো খ্যাংরা, ছেঁড়া জুতা, ফুটা হুঁকা প্রভৃতি রাস্তার এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইত—ঠিক তেমনি করিয়াই স্বামী ত্রিগুণাতীত টাঙ্গাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ সহরের স্থানে স্থানে স্ত্রীলোকদের উৎসবে আসিতে নিষেধ করিয়া বড় বড় প্ল্যাকার্ডও দেয়ালে আঁটিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন যে এইবার স্ত্রীলোকদের দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার পথ বন্ধ হইল। মহোৎসবের পূর্ব্বে মঠ হইতে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া আমি জেটি বাঁধা কেমন হইতেছে, তাহা দেখিয়া আসিলাম।

''মহোৎসবের দিন অতি প্রত্যুষে, দুই একজন ছাড়া আমরা সকলেই মঠ হইতে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কালীবাড়ীর দক্ষিণের ঘরগুলিতে মহোৎসবের ভাণ্ডার হইয়াছে। উহারই দক্ষিণে রাত্রি হইতেই রান্না আরম্ভ হইয়াছিল। আমি গিয়া দেখিলাম, বোঁদে আগেই হইয়া গিয়াছে, আর ঘি-এর কড়ায় মুগের ডাল ভাজিয়া ছাঁকিয়া তোলা হইতেছে।

''গিরিশ বাবু প্রভৃতি গৃহী ভক্তগণ একে একে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। আন্দুলের গৈরিকবসন-পরিহিত, ভস্মাচ্ছাদিত, জটাধারী কালীকীর্ত্তনের দল নাট-মন্দিরে আসিয়া তানপুরা ও পাখোয়াজ বাঁধিতে ব্যস্ত হইলেন।

''দলে দলে স্ত্রীলোকদের পদব্রজে আসিতে দেখিয়া ত্রিগুণাতীত সহকর্ম্মিগণের উপর ফটক বন্ধ করিবার আদেশ দিল। এদিকে দলে দলে মেয়েরা ষ্টীমার হইতে নামিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া বাধাপ্রদানকারী কর্ম্মিগণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইল। তখন গিরিশ বাবুর অনুরোধে প্রধান ফটক খুলিয়া দিবামাত্র হুড় হুড় করিয়া বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের মত মেয়েরা আসিয়া কালীবাড়ী ভরিয়া ফেলিল। অনেকেই বলিল, বাধা দেওয়ার ফলে এ বৎসর অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব বেশী হইয়াছে।

''আমি ভাণ্ডারের কাছে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় কতকগুলি দরিদ্রলোক আসিয়া আমার নিকট খাইতে চাহিল। তাহাদিগকে দুই বার বোঁদে দিতে

গিয়াও আমার আর দেওয়া হইল না। আমার হাত হইতে বোঁদে ত লুটিয়া লইলই, ঝোড়া পর্য্যন্ত উড়িয়া গেল।

''সংকীর্ত্তনের দল কীর্ত্তন জুড়িয়া দিল। এই সব কীর্ত্তনের দল প্রথমে আসিয়াই রেলিং-এ ঘেরা ঠাকুরের চৌকির কাছে যাইয়া তাহাদের প্রত্যেক দলের ছাপান গানের কাগজ ঠাকুরের কাছে রাখিয়া প্রণাম করিল। পরে বাহিরে আসিয়া সর্ব্বসাধারণকে কীর্ত্তন শুনাইতে বসিল।

''কীর্ত্তনীয়াদের মধ্যে বৈষ্ণবচরণ আমাদের বিশেষ পরিচিত। কারণ, বলরাম বাবুর বাড়ীতে আসিলেই ঠাকুর তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিতেন। তাঁহার মুখে—

দুর্গা নাম জপ সদা রসনা আমার।
দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনা কে করে নিস্তার॥

এই গানটি শুনিতে ঠাকুর বড়ই ভালবাসিতেন। এই গানটি বৈষ্ণবচরণের মুখে আমরা অনেকবার শুনিয়াছি।

''কীর্ত্তনের পর সকলকে কুঠীবাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে স্তূপাকার লুচি, বড় বড় গামলাভরা হালুয়া, বড় বড় ঝোড়াভরা পানের দোনা, জালা জালা সরবৎ, রাশীকৃত থেলো হুঁকো-কলকে ও তাল-তাল তামাক থাকিত। সকলকে দু-খানা করিয়া লুচি, হালুয়া, সরবৎ, পান ও তামাক দেওয়া হইল।

''সেবার মহোৎসবে বেশী ভিড় হইবার পূর্ব্ব হইতেই মহাবোধি সোসাইটির শ্রীযুত ধর্ম্মপাল, যশোহরের 'হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত যদুনাথ মজুমদার, মিস্টার এন. ঘোষ প্রভৃতি উৎসব দেখিয়া বেড়াইতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া শ্রীযুত যদুনাথ মজুমদার ও ধর্ম্মপাল এই খাওয়ানর সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক খোরাক যোগাইবার কথা বলিতেই আমি বলিলাম, এই ত কালী-কীর্ত্তন, হরি-সংকীর্ত্তন প্রভৃতিতে সে কাজ হচ্ছে।

''তারপর আমি তাঁহাদের সঙ্গে জনসাধারণের প্রসাদ গ্রহণের দৃশ্য দেখিতে গেলাম। সকলকে একপ্রকার প্রসাদ গ্রহণ করিতে দেখিয়া আমার যে কি আনন্দ হইল, তাহা প্রকাশ করা যায় না।''[৪৯]

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যেরা ও ভক্তেরা তাঁদের গুরুর জন্মোৎসব ঘটা করে পালন করতেন তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য। স্বামীজীর পত্রাবলী পড়লে আমরা জানতে পারি ভারতের অধঃপতনের কারণ ও তার পুনরুজ্জীবনের উপায়, এগুলির পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর অবদান। ঠাকুরের পূর্বোক্ত জন্মোৎসবগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই—এই উৎসবগুলি প্রথম, আমাদের সমাজের নিষ্ঠুর জাতিভেদপ্রথা ভেঙে দিচ্ছে; দ্বিতীয়, স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান ও সমানাধিকারের পথ পরিষ্কার করছে; তৃতীয়, ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য নিবারণ করছে; চতুর্থ, শ্রীরামকৃষ্ণের নতুন সহজ পরমতসহিষ্ণু, সর্বজনীন ধর্মের দ্বার উদ্‌ঘাটন করছে; পঞ্চম, মানুষের মনে আশা, ভালবাসা, আনন্দ ও বিশ্বাস জাগিয়ে তুলছে; ষষ্ঠ, সমাজের পতিত, অবহেলিত, অত্যাচারিত, দুর্দশাগ্রস্ত, অগণিত মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিচ্ছে।

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিকথাতে আমরা জানতে পারি কিছু গোঁড়া ও সংকীর্ণমনা ব্যক্তি দক্ষিণেশ্বরে পতিতাদের বাদ দিয়ে কেবল পবিত্রদের নিয়ে ঠাকুরের জন্মোৎসব পালন করতে গিয়ে বিফল হন। কিছু নিন্দুকের সমালোচনা শুনে এবং স্বীয় গুরুর চরিত্রে যাতে কলঙ্ককালিমা না পড়ে, সেজন্য ত্রিগুণাতীতানন্দ কয়েকটি ভক্ত ছেলের সাহায্যে মেয়েদের উৎসবে যোগদানের পথে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। অবতারদের একটি বিশেষ লীলা—পতিতোদ্ধার। বুদ্ধ আম্রপালীকে, যিশু মেরি ম্যাগডেলেনকে, চৈতন্য জগাই-মাধাইকে, শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশ, কালীপদ, বিনোদিনী

প্রভৃতিকে পাপপঙ্কিল থেকে উদ্ধার করেন। এজন্য তাঁদের বলা হয় পতিতপাবন ও কপালমোচন। যাহোক, পতিতাদের দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের উৎসবে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে স্বামীজীর কাছে চিঠি গেল। তিনি সুইজারল্যান্ডে ভ্রমণ করছিলেন। ২৩ আগস্ট ১৮৯৬ স্বামীজী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখলেন,

''কল্যাণবরেষু,

অদ্য রামদুলালবাবুর এক পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিতেছেন যে, দক্ষিণেশ্বরের মহোৎসবে অনেক বেশ্যা যাইয়া থাকে এবং সেজন্য অনেক ভদ্রলোকের তথায় যাইবার ইচ্ছা কম হইতেছে। পুনশ্চ—তাঁহার মতে পুরুষদিগের একদিন এবং মেয়েদের আর একদিন হওয়া উচিত। তদ্বিষয়ে আমার বিচার এই :

১। বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যাইতে না পায় তো কোথায় যাইবে? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্য তত নহে।

২। মেয়েপুরুষ-ভেদাভেদ, জাতিভেদ, ধনভেদ, বিদ্যাভেদ ইত্যাদি নরক-দ্বাররূপ বহুভেদ সংসারের মধ্যেই থাকুক। পবিত্র তীর্থস্থলে ঐরূপ ভেদ যদি হয়, তাহা হইলে তীর্থ আর নরকে ভেদ কি?

৩। আমাদের মহা জগন্নাথপুরী—যথায় পাপী-অপাপী, সাধু-অসাধু, আবালবৃদ্ধবনিতা নরনারী সকলের সমান অধিকার। বৎসরের মধ্যে একদিন অন্ততঃ সহস্র সহস্র নরনারী পাপবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধির হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া হরিনাম করে ও শোনে, ইহাই পরম মঙ্গল।

৪। যদি তীর্থস্থলেও লোকের পাপবৃত্তি একদিনের জন্য সঙ্কুচিত না হয়, তাহা তোমাদের দোষ, তাহাদের নহে। এমন মহা ধর্মস্রোত তোল যে, যে জীব তাহার নিকট আসবে, সেই ভেসে যাক্।

৫। যাহারা ঠাকুরঘরে গিয়াও ঐ বেশ্যা, ঐ নীচ জাতি, ঐ গরীব, ঐ ছোটলোক ভাবে, তাহাদের (অর্থাৎ যাহাদের তোমরা ভদ্রলোক বলো) সংখ্যা যতই কম হয়, ততই মঙ্গল। যাহারা ভক্তের জাতি বা যোনি বা ব্যবসায় দেখে, তাহারা আমাদের ঠাকুরকে কি বুঝিবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, শত শত বেশ্যা আসুক তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে, বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে নাই আসুক। বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোর ডাকাত সকলে আসুক—তাঁর অবারিত দ্বার। 'It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.'* এসকল নিষ্ঠুর রাক্ষসী-ভাব মনেও স্থান দিবে না।

৬। তবে কতকটা সামাজিক সাবধানতা চাই—সেটা কি প্রকারে করিতে হইবে? জনকতক লোক (বৃদ্ধ হইলেই ভাল হয়) ছড়িদারের কার্য ঐ দিনের জন্য লইবেন। তাঁহারা মহোৎসবস্থলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবেন, কোন পুরুষ বা স্ত্রীকে কদাচার বা কুকথা ইত্যাদিতে নিযুক্ত দেখিলে তাহাদিগকে উদ্যান হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দিবেন। কিন্তু যতক্ষণ তাহারা ভালমানুষের মতো ব্যবহার করে ততক্ষণ তারা ভক্ত ও পূজ্য—মেয়েই হউক আর পুরুষই হউক, গৃহস্থ হউক বা অসতী হউক।

আমার ভালবাসা জানিবে ও সকলকে জানাইবে। ইতি

বিবেকানন্দ[৫০]

১৮৯৬ সালের উৎসবের আরও কিছু বিবরণ আমরা হরিচরণ মল্লিকের স্মৃতিকথায় পাই। তিনি লিখেছেন, ''দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে ঠাকুরের জন্মোৎসব হচ্ছে। ধর্মপাল মহাশয় শশী মহারাজকে বলছেন, 'What are you doing? Give them spiritual food. (এসব আপনারা কি

করছেন? মানুষকে অধ্যাত্ম-খাদ্য দিন।)' শশী মহারাজ ছুটতে ছুটতে (খিচুড়ির বালতি হাতে) বলছেন—চেঁচিয়ে—'Yes, but now I am giving them material food. (হাঁ, ঠিক। তবে এদের এখন আমি ঐহিক খাদ্য দিচ্ছি।)' শরৎ মহারাজ ভোগরাগ সব পাহারা দিচ্ছেন। মন্দির অভ্যন্তরে বিরাট চাতালে অনেকগুলো সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। স্থানে স্থানে কীর্তন, নামগান হচ্ছে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী দলবল সমেত স্টীমারে আমাদের সকলের সঙ্গে উচ্চরোলে হরি-সঙ্কীর্তন করতে করতে এলেন। শ্রীশ্রীমার নহবতের কাছে স্টীমার থেকে নামবার জেটি তৈরি হয়েছিল। 'জয় রামকৃষ্ণ—জয় রামকৃষ্ণ'—হুঙ্কার দিতে দিতে গোস্বামীপাদ পরম উৎসাহ অনুরাগ-ভরে উদ্দাম নৃত্য করতে করতে রামকৃষ্ণলীলার মূলকেন্দ্র শ্রীদক্ষিণেশ্বর-পীঠে নামলেন। মাস্টার মহাশয় অবনত হয়ে সম্ভাষণ জানালেন, পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলেন। কোঁচড়ে করে প্রসাদী পান তিনি সকলকে বিতরণ করছিলেন। গলায় কাপড়—বিনয়াবনত। পরে নাটমন্দিরে সকলের খাওয়া-দাওয়া হলো। হান্ডা হান্ডা খিচুড়ি।"[৫১]

আলমবাজার মঠ থেকে ১৮/২/১৮৯৬ তারিখে স্বামী তুরীয়ানন্দ এক ভক্তকে লেখেন, ''উৎসবে ব্যস্ত থাকায় উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। উৎসব মহাসমারোহে ও নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অন্যূন ত্রিশ হাজার নরনারী সমবেত হইয়া উৎসাহ ও ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার সঙ্কীর্তন ও জয়ঘোষণা করিয়া সমস্ত দিন দক্ষিণেশ্বর মন্দির আনন্দে প্লাবিত করিয়াছিল। এবারকার মহোৎসব অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা সর্বাংশেই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।[৫২]

ক্রমশ

তথ্যসূত্র

৩৮। *পত্রাবলী*, পৃঃ ৪১৭-১৮

৩৯। *বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৭, ১৩৭১, পৃঃ ১৩৩

৪০। *আদিকথা*, পৃঃ ৯৬

৪১। *বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৭, পৃঃ ২৫২

৪২। তদেব, খণ্ড ৭, পৃঃ ১৮৯

৪৩। দ্রঃ Swami Chetanananda, *How to Live with God*, Vedanta Society of St. Louis, U.S.A, 2008, p. 408

৪৪। দ্রঃ His Eastern and Western Disciples, *Life of Swami Vivekananda*, Advaita Ashrama, 1981, 2 : 92

৪৫। দ্রঃ Marie Louise Burke, *Swami Vivekananda in the West : New Discoveries*, Advaita Ashrama, 1987, 6 : 82

৪৬। *বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৬, পৃঃ ৩৯৪

৪৭। তদেব, খণ্ড ৭, পৃঃ ৪৭

৪৮। *আদিকথা*, পৃঃ ৯৬

৪৯। স্বামী অখণ্ডানন্দ, *স্মৃতিকথা*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৪৪, পৃঃ ১৫৬-৬১

৫০। *বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৭, পৃঃ ৩২৪-২৫

৫১। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত, *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯০, পৃঃ ২৬৩

৫২। *স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৯৪, পৃঃ ৫